মাতৃভক্ত

রামপ্রসাদ

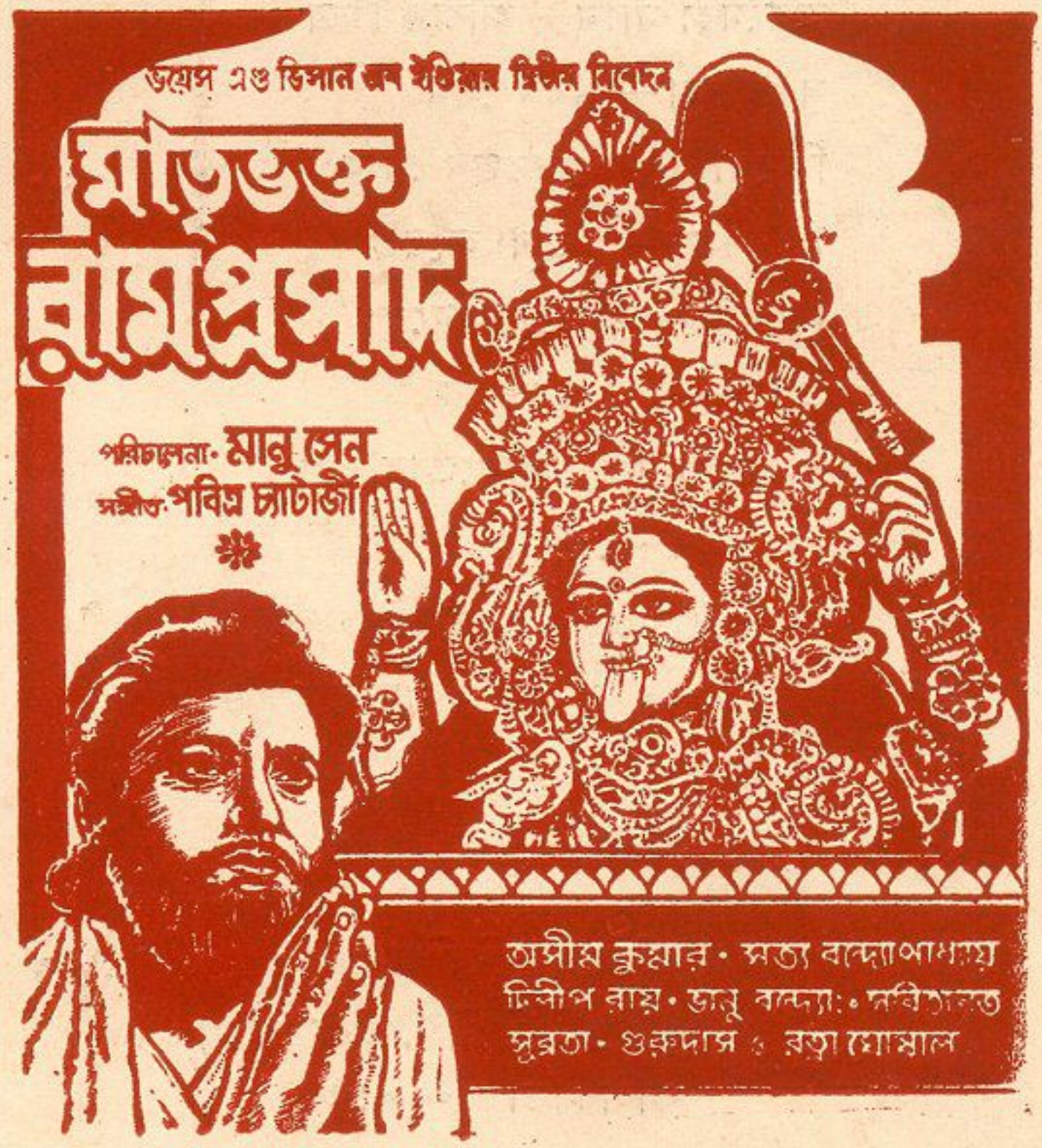

ঃ পরিবেশনায় ঃ

সিস্টার্ ফিলিমস্

পরিচালনায়—মানু সেন
সঙ্গীত—পবিত্র চ্যাটার্জী
ক্যামেরা ম্যান—অজিত মিত্র
সম্পাদনা—রবিন সেন
চিত্রনাট্য—মনোরঞ্জন ঘোষ
স্থির চিত্র—এড্‌ণা লরেঞ্জ
দৃশ্যপট—রামচন্দ্র সিন্‌ধে
প্রচার—ধীরেণ মল্লিক
ব্যবস্থাপনায়—পরিতোষ রায়
শব্দগ্রহণ—জে, ডি, ইরাণী
নেপথ্যে কণ্ঠ—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
এবং সবিতাব্রত দত্ত

সিস্‌টার্‌ ফিলিম্‌স
২, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, (৬ষ্ঠ তলা)
কলিকাতা-৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২-৭৭৫৩

—ঃ মাতৃ ভক্ত রামপ্রসাদ (সারাংশ) ঃ—

আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে হালিসহরে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত কালীভক্ত ছিলেন। কুলগুরুর কাছ হতে দীক্ষ্যা নিয়ে সাধন ভজনেই নিমগ্ন থাকতেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের ভার তাঁর উপর পড়ায় পৈতৃক কবিরাজী ব্যবসার বদলে তিনি ভগ্নিপতির সাহায্যে কলিকাতার এক ধনী জমিদারের সেরেস্তায় চাকরি গ্রহণ করেন। স্বভাব কবি ভাবুক রামপ্রসাদ হিসাবের খাতায় জমাখরচের বদলে শ্যামাসঙ্গীত লিখে বসেন। জমিদারের নায়েব ক্রুদ্ধ হয়ে মনিবের কাছে নলিশ করে তাঁকে চাকরি হতে বরখাস্তের চেষ্টা করেন, কিন্তু জমিদার রামপ্রসাদের গান পড়ে মুগ্ধ হন এবং তিনি যাতে দেশে বসে নিশ্চিন্তে আরও গান লিখতে পারেন তারজন্যে মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেন।

রামপ্রসাদ দেশে ফিরে গ্রামবাসীদের মুখে শোনেন তাঁর কলকাতায় থাকাকালীন আর্থিক দুর্দিনে মা কালী স্বয়ং তাঁর পরিবারের রক্ষনাবেক্ষন করেন। আহার সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে অনাহার হতে রক্ষ করেন। রামপ্রসাদ ষোড়শোপচারে মার পূজা দেওয়া কালে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। একদিন ঝড়ে তাঁর কুটীরের বেড়া ভেঙে গেলে মা কালী তাঁর কন্যার রূপে আবির্ভূত হয়ে বেড়া বাধায় সাহায্য করেন।

গ্রামের কিছু লোক রামপ্রসাদের ভক্তিমূলক সঙ্গীত শুনে তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কয়েকজন সংকীর্ণমনা বৈষ্ণবের কাছে এটি ভাল লাগে না। তাঁরা গোঁসাইকে রামপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তুলে ধরেন। তিনি রামপ্রসাদের অনুকরনেই সঙ্গীত রচনা করে তাকে ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করলেও অন্তরের অন্তস্থলে রামপ্রসাদের গুণমুগ্ধ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কানে রামপ্রসাদের খ্যাতির কথা পৌঁছায়। তিনি তাঁকে সভাগায়ক রূপে রাজসভায় আমন্ত্রন জানান। কিন্তু মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ অর্থ-ক্ষ্যাতি ইত্যাদির মোহে মুগ্ধ না হয়ে সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। যাহোক তিনি মহারাজকে প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর অন্তিমকালে উপস্থিত হয়ে মাতৃনাম শোনাবেন।

যখন রামপ্রসাদ শোনেন মহারাজা মৃত্যুশয্যায় তখন পদব্রজেই কৃষ্ণনগর রওনা হয়ে পড়েন, প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য। পথে ডাকাতের হাতে পড়েন। তারা তাঁকে কালীর কাছে বলিদান করতে গিয়ে এক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ভীত হয়ে মুক্তি দেয়।

ইতিমধ্যে রামপ্রসাদের মা ও স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়। তন্ত্রাচার্য গুরু আগমবাগীশ নির্দেশিত পথে সাধনা করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। মহাসমারোহে কালীপূজা করার পর গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন কালে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর গান অমর হয়ে রইল বাংলার আকাশে বাতাসে।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, দু-নয়নে পড়্বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥

(রামপ্রসাদ)

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার,
গণ্ডযোগে জন্ম হ'লে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা ক'রে যাব॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াবো॥
হাতে কালি মুখে কালি সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব॥
খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানোসে পূজিব॥
যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে, কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাব॥

(রামপ্রসাদ)

আমায় দেও মা তবীলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী ॥
পদ রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাথে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি ॥
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি ॥
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী ॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি ॥
পসাদ বলে অমন পদের বালাই ল'য়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি ॥

(রামপ্রসাদ)

আয় মন বেড়াতে যাবি
কালী, কল্পতরু তলে গিয়ে
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া
তার, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।

(রামপ্রসাদ)

কেন মন বেড়াতে যাবি
কারো কথায় যাসনেরে তুই
মাঠের মাঝে মারা যাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রে মন
নিজে কভু না চিনিবি
ওতুই, মদের ঝোঁকে করতে পারিস
মাঝ গঙ্গাতে ভরাডুবি।

(আসুগোঁসাই)

ওরে সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে ॥
গুরু দত্ত গুড় ল'য়ে প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,—
আমার জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে ॥
মূল মন্ত্র তন্ত্র ভরা শোধন করি ব'লে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুধা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥

(রামপ্রসাদ)

ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥

আমি, ছাড়বো না তোর রাতুল চরণ
রাখবো বুকের মাঝে
থেকে থেকে উঠবে মা তোর
চরণ ধ্বনি বেজে
যেই বাঁশি সেই অসি
বিগলিত এলো কেশী
জয় কালী জয় কৃষ্ণ বল
মন, কাটবে তোমার ঘুমের ঘোর ॥

(পবিত্র চট্টপাধ্যায়)

আর কাজ কি আমার কাশী ।
ওরে কালীপদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ॥
হৃদকমলে ধ্যানকালে, আনন্দসাগরে ভাসি ।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
ওরে অনল দাহন যথা, করে তুলারাশি ॥
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ।
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে সে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায়ে জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি ।

(রামপ্রসাদ)

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন
বদন ভরে মাকে ডাকি
আমার, বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী
আসেন কিনা আসেন দেখি ॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে
তার এত ভাব না কিরে
তবে, তারা মায়ের কবচ মালা
বৃথা আমি গলায় রাখি
মহেশ্বরী আমার রাজা
আমি খাস তলুকের প্রাজা
আমি, কখন নাতান কখন আতান
বাকীর দায়ে নাহি ঠেকি
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা
অন্যে কি জানিতে পারে
ত্রিলোচন যার পায় না তত্ত্ব
আমি তার অন্ত পাবো কি ॥

(রামপ্রসাদ)

কেবল আশার আশা, ভবে আসা আশা মাত্র হ'ল ।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো ॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে কথায় করে ছলো ।
ওমা মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেল ॥

মা খেলবো ব'লে ফাঁকি দিয়ে, নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশ না পূরিল ॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হ'লো।
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো ॥

(রামপ্রসাদ)

মনরে আমার ভোলা মামা
ও তুই জানিস নারে খরচ জমা
দিয়েছিলি একটা বৃত্তি
তাও দিয়ে হরে নিলি
ওই যে ছিল এক অবোধ ছেলে
মা হলে তার মাথা খেলি
এবার কালী কি করিলি।

(রামপ্রসাদ)

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব কল্লে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা।
মা হওয়া কি মুখের কথা
দশমাস দশদিন যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না এল পুত্র গেল কোথা ॥

সন্তানে কুকর্ম্ম করে ব'লে সারে পিতামাতা।
দেখে কালপ্রচণ্ড করে দণ্ড তাতে তোমার হয় না ব্যথা ॥
দীন রামপ্রসাদে বলে এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা নাম ধরো না জগন্মাতা ॥

(রামপ্রসাদ)

কাজ কি সামান্য ধনে
কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে।

(রামপ্রসাদ)

মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো।

(রামপ্রসাদ)

আমি কাশী বাসী হবো
সেই আনন্দ কাঞ্চনে গিয়ে
নিরানন্দ নিবারিব ॥

(রামপ্রসাদ)

মায়ের এমনি বিচার বটে
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে
তার কপালে বিপদ ঘটে।

(রামপ্রসাদ)